দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 2·8·JUN·2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ও কারিকুলাম হবে বিজ্ঞানসম্মত

□ তালুকদার হারুন

জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা কোর্স ও কারিকুলাম উন্নয়ন করা হবে এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে। বিভিন্ন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বশেষ অগ্রগতির যথাযথ প্রতিফলন থাকবে। পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও প্রকৃতি নির্ধারণ হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ও কারিকুলামে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান একাডেমিক কর্তৃপক্ষ হবে 'একাডেমিক কাউন্সিল'। আইন, সংবিধি ও বিধান সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল একাডেমিক কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, একাডেমিক বর্ষসূচি, পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে একাডেমিক কাউন্সিল। ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, সকল ডিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপক থাকবেন এই একাডেমিক কাউন্সিলে। একাডেমিক কাউন্সিলে থাকবেন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ফাজিল স্নাতক অথবা কামিল

> প্রধান একাডেমিক কর্তৃপক্ষ হবে একাডেমিক কাউন্সিল

পৃঃ ২ ক : ৪

এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানকারী মাদরাসার প্রশাসনিক বিভাগ হতে একজন করে অধ্যক্ষ, সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত অধিভুক্ত মাদরাসার মধ্য থেকে একজন করে মাদরাসা মুহাদ্দিস, মোফাসসীর, ফকিহ্ ও আদীব। আরও থাকবেন চ্যান্সেলর কর্তৃক দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনোনীত ইসলামী স্টাডিজের ৫ জন অভিজ্ঞ অধ্যাপক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও মাদরাসা পরিদর্শক। রেজিস্ট্রার এই কাউন্সিলের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

একাডেমিক কাউন্সিল তার ক্ষমতাবলে অধিভুক্ত মাদরাসা ও কেন্দ্রের জন্য পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করবে। অধিভুক্ত মাদরাসা ও কেন্দ্রের শিক্ষা গবেষণা ও পরীক্ষার মান নির্ণয় এবং ছাত্র ভর্তি করবে। ডিগ্রি ও পরীক্ষার শর্তাবলি নির্ধারণ, পরীক্ষা অনুষ্ঠান, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, ছাত্রদের মধ্যে শৃংখলা ও এ সম্পর্কে শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করবে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রির স্বীকৃতি ও সমমান নির্ধারণ করবে। অধিভুক্ত মাদরাসা ও কেন্দ্র বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও তা সংহত করার লক্ষ্যে বিধিবিধান প্রণয়ন করবে। একই সাথে দেশ-বিদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসূত্র বা যুগ্ম কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

একাডেমিক কাউন্সিল ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে কয়েকটি 'একাডেমিক ইউনিট'। এই ইউনিটগুলো হচ্ছে- স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্র, স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র ও কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্র। স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্র একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অধিভুক্ত মাদরাসাসমূহের স্নাতকপূর্ব শিক্ষা সংগঠিত করবে, পাঠদান ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করবে। একাডেমিক কাউন্সিলের বিবেচনার জন্য পরীক্ষাবিধি সুপারিশ করবে। প্রশিক্ষণের মান সংরক্ষণ করবে এবং শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করবে। স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কেন্দ্র, আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আরবী সাহিত্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলামী দর্শন ও তাসাউফ, মানবিক বিদ্যা, সামাজিক বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, গাণিতিক বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবসা প্রশাসন, ইসলামী আইন এবং কম্পিউটার ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান নিয়ে গঠিত হবে। কারিকুলাম ও মূল্যায়ন কেন্দ্র উপযুক্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা উপকরণ উদ্ভাবন ও ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করবে। মাদরাসাসমূহের একাডেমিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করবে।

বিশ্ববিদ্যালয় আইনে অধিভুক্ত মাদরাসাগুলোর জন্য কতগুলো সাধারণ বিধান মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এই সাধারণ বিধানের মধ্যে রয়েছে- প্রত্যেক মাদরাসা একটি গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত হবে এবং ওই গভর্নিং বডির গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক মাদরাসা সর্বসাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে। মাদরাসার অধ্যক্ষ অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও শৃঙ্খলার জন্য দায়ী থাকবেন। প্রত্যেক মাদরাসা সিন্ডিকেটকে এ মর্মে সন্তুষ্ট করবে যে, মাদরাসাটিকে অব্যাহতভাবে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার জন্য এর যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে। কোন মাদরাসার ধার্যকৃত ছাত্রবেতন ও অন্যান্য ফিস বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত সর্বনিম্ন হারের কম বা সর্বোচ্চ হারের অধিক হবে না। মাদরাসাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি, রেগুলেশন ও প্রবিধান মেনে চলবে। প্রত্যেক মাদরাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের টার্ম, অবকাশ ও ছুটির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলবে। প্রত্যেক মাদরাসা বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন দ্বারা নির্ধারিত রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত তথ্যাবলি সরবরাহ করবে। মাদরাসাগুলো প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী শিক্ষা বছরের কাজকর্মের একটি প্রতিবেদন মাদরাসা পরিদর্শকের কাছে পেশ করবে। এতে শিক্ষক সংখ্যা ও ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয়ে থাকলে তার বিবরণ, ছাত্র সংখ্যা, আয়ব্যয়ের হিসাব এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি সন্নিবেশিত থাকবে।